দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...21 JAN 2013...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৫...

বাকৃবি ছাত্রলীগ সভাপতি-সেক্রেটারিসহ ১৭৫ জনের নামে মামলা

ক্যাম্পাস ফাঁকা : রাব্বির দাফন সম্পন্ন

□ মোঃ শামসুল আলম খান ও বিকাশ কীর্তনিয়া

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের টানা ৪ দিনের সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গতকাল রবিবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল ফাঁকা। রোববার সকালের মধ্যেই ক্যাম্পাস ছেড়েছেন সাধারণ ছাত্রীরা। ফাঁকা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে এখনো মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাকৃবি ছাত্রলীগের এমন বেপরোয়া হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে নিয়োগ, টেন্ডার ও আধিপত্য বিস্তার। মূলত এ কারণেই তাদের নৃশংসতার বলি হতে হয়েছে পৃ: ২ ক: ৬

বাকৃবি ছাত্রলীগ সভাপতি

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

নিষ্পাপ ১০ বছর বয়সী রাব্বির। গতকাল রবিবার বিকেলে সদর উপজেলার বয়রা ইউনিয়নের বেপারীপাড়া গ্রামে নামাজে জানাজা শেষে শিশু রাব্বিকে দাফন করা হয়েছে। দরিদ্র অবুঝ রাব্বির মৃত্যুর ঘটনায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিহত রাব্বির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা অনুদানের ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে, একই দিন দুপুরে নিহত রাব্বির বাবা দুলাল মিয়া বাদী হয়ে বাকৃবি ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুজ্জামান ইমনসহ ১৭৫ জনের নামে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

সূত্র মতে, বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নামে মামলা দায়েরের পর গ্রেফতার এড়াতে তারা নিরুদ্দেশ। বন্ধ তাদের মোবাইল ফোন।

রাব্বি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ সুপার মো: গোলাম কিবরিয়া জানান, বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুজ্জামান ইমনসহ ২৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলার আসামিদের গ্রেফতারে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

সূত্র জানায়, রোববার দুপুরে নিহত রাব্বির লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। এর পর তার লাশ সদর উপজেলার বয়রা ইউনিয়নের বেপারীপাড়া নিজ গ্রামে পৌঁছলে শোকার্ত মানুষের ঢল নামে। পরে রোববার বাদ আছর নামাজে জানাজা শেষে বয়রা ইউনিয়নের বেপারীপাড়া গ্রামের স্থানীয় গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজায় ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান, বাকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হক, জেলা প্রশাসক মো: লোকমান হোসেন মিয়া, পৌর মেয়র মো: ইকরামুল হক টিটুসহ স্থানীয় লোকজন অংশ নেন।

কোরআন শরীফ নিতেন রাব্বি : স্থানীয় বেপারীপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন রাব্বি। ক'দিন আগে সিফারা শেষ করেছেন। রোববার তার কোরআন শরীফ নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগ নামের হায়েনাদের তপ্ত বুলেট নিভে যায় তার প্রাণপ্রদীপ। ফলে তার কোরআনের হাফেজ হবার স্বপ্ন পূরণ হলো না তার। রাব্বির মা-বাবা আবারো নিজেদের সন্তান হত্যার বিচার দাবি করেছেন।

রাব্বিকে হত্যা করেছে ইমন গ্রুপ : রাব্বির চাচা মো: বিল্লাল হোসেন জানান, 'রাব্বি যেখানে ছিল তার থেকে আশরাফুল হক হল ছিল কাছে। সেই হলের সামনে অবস্থান করছিলেন বাকৃবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমন গ্রুপের নেতা-কর্মীরা। ওরাই আমার ভাতিজাকে গুলি করে হত্যা করেছে।'

২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস : ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান রোববার বিকেলে বাকৃবি উপাচার্যের কক্ষে এ প্রতিনিধিকে বলেন, 'সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক কোন ছাড় নেই। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। নিহত রাব্বির পরিবারকে জেলা প্রশাসন ও বাকৃবি প্রশাসনের তরফ থেকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হবে।'

ছুরিকাহত আনোয়ারের অবস্থা : বাকৃবি ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের শনিবার সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় বাকৃবি প্রশাসন। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে ওইদিন রাত ৮টার দিকে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে বাড়ি যাচ্ছিলেন বাকৃবির আশরাফুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক। এ সময় কে বা কারা তাকে ছুরিকাহত করে দ্রুত সটকে পড়ে। পরে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রোববার দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকৃবির আশরাফুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক বলেন, 'বাকৃবি ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজনের নেতৃত্বে ছাত্রদলের ক্যাডাররা আমার দু'পায়ের নিচে ও পেছনে ছুরিকাহত করে। এর সাথে বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদের গ্রুপ জড়িত।'

বাকৃবি ছাত্রদলের অস্বীকার : তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে বাকৃবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন জনি বলেন, 'ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষেই আনোয়ার আহত হয়েছেন। এর সাথে ছাত্রদলের কোন নেতা-কর্মীর ন্যূনতম কোন সম্পৃক্ততা নেই।'

হাসপাতাল থেকে উধাও বাকৃবি'র গুলিবিদ্ধ নেতারা : শনিবার গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বাকৃবি ছাত্রলীগের জামাল হোসেন হলের সাংগঠনিক সম্পাদক জয় বণিক (২৩) ও ছাত্রলীগ নেতা শাহীন আহমেদ (২৩) গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৬ নং ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের ভর্তি খাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু রোববার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, ৬ নং ওয়ার্ডে গুলিবিদ্ধ এ দু' নেতার কেউ নেই। এ বিষয়ে হাসপাতালের ৬ নং ওয়ার্ডের দায়িত্বরত সেবিকা নিজের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'এরা আমাদের না বলেই চলে গেছে।'

বাকৃবি ছাত্রলীগের গৃহযুদ্ধের মূল কারণ টেন্ডার-নিয়োগবাণিজ্য : বাকৃবি ছাত্রলীগের টানা ৪ দিনের গোলাগুলি, সংঘর্ষ এবং শনিবার বন্দুকযুদ্ধের ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ১৮০ পদে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ, আসন্ন অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন তহবিলের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের টেন্ডার।

সূত্র মতে, অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও ছাত্রলীগের কোটা দাবির কারণে সেটা লাল ফিতার গিঁটে আটকে আছে। এছাড়া চলতি জানুয়ারি মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ হবে। এ নিয়োগে বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি আজাদ ও ইমন আলাদা তালিকা দিয়েছেন। কিন্তু তালিকে এক পক্ষ এগিয়ে থাকায় দু'পক্ষের মাঝে আধিপত্যের লড়াই শুরু হয়। এসবের পাশাপাশি সম্প্রতি বাকৃবির অ্যালামনাই-২০১৩ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ফাণ্ড কালেকশনের পর বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে ছাত্রলীগকে ভাগ না দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে ছাত্রলীগের দূরত্ব তৈরি হয়। এসব ঘটনার জের ধরেই বাকৃবি ছাত্রলীগের দু'পক্ষের বন্দুকযুদ্ধ বাধে। জীবন হারায় মাদ্রাসা ছাত্র রাব্বি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য : এসব বিষয়ে বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যেই ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঢুকে পড়েছে। এরাই দেশকে ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।'

তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুজ্জামান ইমনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।